সভাপতি ফাহিম, সম্পাদক নিরব

মেহেরপুর মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের ২০২৬-২০২৭ বর্ষের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। জেলার বিভিন্ন মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত উদ্যোগে এ কমিটি গঠিত হয়।

শহরের সেভেন সেন্স রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত এক সভায় নতুন কমিটি গঠনের কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী ফয়সাল মাহমুদ ফাহিম এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী জাবেদ বিন আলম নিরব সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএমএ’র সভাপতি ডা. আব্দুস সালাম, ডা. মাহফুজুর রহমান রতন, ডা. খায়রুজ্জামান পিনু, ডা. শাদমান সাকিব নাহিদ, ডা. আব্দুল্লাহ আল মারুফ, ডা. মাহবুবুর রহমান ও ডা. জান্নাতুন নাঈম সজীব।

বিএমএ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ডা. আব্দুস সালাম, সাধারণ সম্পাদক ডা. ওবায়দুল ইসলাম, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা. শাহরিয়ার মাহমুদ রিজভী এবং প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ডা. হাবিবুর রহমান নয়নের স্বাক্ষরে ২১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি অনুমোদন ও ঘোষণা করা হয়।

কমিটিতে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী ফয়সাল মাহমুদ ফাহিমকে সভাপতি এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী জাবেদ বিন আলম নিরবকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে।

এছাড়া মো. রেদওয়ান সেখ রিফাত, তন্নী খাতুন ও সিনিয়া ইসলাম নেহাকে সহ-সভাপতি, রেজানুর রহমান রেজা ও সুমাইয়া আক্তার উর্মীকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং আসাদুজ্জামান হাসিবকে কোষাধ্যক্ষ করা হয়েছে।

সংগঠনটি জেলার মেডিকেল ও ডেন্টাল শিক্ষার্থীদের একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করে তাদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডে একসঙ্গে কাজ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

ঝিনাইদহে ১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবিতে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের অর্ধ-দিবস কর্মবিরতি

১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবিতে ঝিনাইদহে অর্ধ-দিবস কর্মবিরতি পালন করেছেন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টরা।

বুধবার সকালে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে এ কর্মসূচির আয়োজন করে ১০ম গ্রেড বাস্তবায়ন পরিষদ জেলা শাখা। সকাল ৮টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত ৪ ঘন্টা কর্মবিরতি পালন করেন আন্দোলনকারীরা।

সেসময় ডিপ্লোমা মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টে কর্মরত ও অধ্যয়ণরত শিক্ষার্থীরা কর্মবিরতিতে অংশ নেন। সেসময় ১০ম গ্রেড বাস্তবায়ন পরিষদ জেলা শাখার সভাপতি রেজাউল আলম, সহ-সভাপতি মাজহারুল ইসলাম, প্রবীর কুমার কুন্ডু, সাধারণ সম্পাদক আরিফুজ্জামানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তারা বেতন বৈষম্যের শিকার। অন্য ডিপ্লোমাধারীরা ১০ম গ্রেড পেলেও তাদের দাবী মানা হচ্ছে না। তাই দ্রুত তাদের দাবী মেনে নেওয়ার আহবান জানান তারা। আজকের মধ্যে তাদের দাবী মানা না হলে আগামীকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করবেন বলে হুশিয়ারি দেন তারা।

এদিকে কর্মবিরতির কারণে ভোগান্তিতে পড়ে হাসপাতালে সেবা নিতে আসা রোগীরা। সকাল থেকেই ফার্মেসী ও প্যাথলজির সামনে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে তাদের।

মেহেরপুরের শ্যামপুরে বিএনপির উদ্যোগে দিনব্যাপী বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জেলা বিএনপির উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১ অক্টোবর) সকাল ১০টায় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের আয়োজনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “তারেক রহমানের ৩১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। জনগণের মৌলিক অধিকার ও সুচিকিৎসা নিশ্চিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তারেক রহমানের নির্দেশেই আমরা সব কার্যক্রম পরিচালনা করছি।

এ সময় স্থানীয় শতাধিক মানুষ চিকিৎসা সেবা নেন এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ বিনামূল্যে সংগ্রহ করেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ইলিয়াস হোসেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু,সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হামিদ খান গাজু ও সাংগঠনিক সম্পাদক সৌরভ উদ্দিন

শ্যামপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ফজলুর রহমান ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি শাহজাহান মাস্টার বিএনপি নেতা সুইট জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহসহ দলীয় অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, “জনগণের দুঃখ-দুর্দশায় পাশে দাঁড়ানোই বিএনপির মূল লক্ষ্য। ক্ষমতা নয়, মানুষের কল্যাণই আমাদের রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য। তাই এ ধরনের মানবিক কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।”

মেহেরপুরে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৫ জানুয়ারি) সকাল ১০ টায় মেহেরপুর সদর উপজেলা শ্যামপুর ইউনিয়নে নতুন মদনাডাঙ্গা হান্নানগঞ্জ স্কুলে দিন ব্যাপী এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর থানা আমির সোহেল রানা ও শ্যামপুর ইউনিয়ন আমির মফিদুল ইসলাম।

এছাড়াও শ্যামপুর ইউনিয়ন রাজনীতিক সেক্রেটারি মো: আজমাইন হোসেন, রেজাউল করিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে ভূয়া মেডিকেল সার্টিফিকেট বিক্রির দায়ে জরিমানা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ভূয়া ডিএমএফ (ডক্টর অব মেডিকেল ফ্যাকাল্টি) সার্টিফিকেট বিক্রি ও চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণার অভিযোগে লাইফ সাইন্স মেডিকেল টেকনোলজি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

সোমবার দুপুরে শহরের ফয়লা এলাকায় প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া

জেরিন। এ সময় কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আলমগীর হোসেন, আবাসিক মেডিকেল অফিসার মাজহারুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া জেরিন জানান, দীর্ঘদিন ধরে লাইফ সাইন্স মেডিকেল টেকনোলজি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর মালিক বিশ্বাস রাজীব কিশোর ভূয়া ডিএমএফ সার্টিফিকেট বিক্রি ও বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষের সাথে প্রতারণা করছিল।

এমন অভিযোগ পেয়ে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এ সময় তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট করোনায় আক্রান্ত

আলমডাঙ্গায় করোনা কাজে নিয়োজিত মেডিকেল টেকনোলোজিষ্ট (স্বেচ্ছা সেবি) এর করোনা পজেটিভ রিপোর্ট এসেছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে তার ঈড়ারফ-১৯ রিপোর্ট আসে সে পজিটিভ। কিন্ত তার কোনো উপসর্গ এখনো পর্যন্ত নেই। সে ভালো আছে, সুস্থ্য আছে। তিনি গত ৬ মে তারিখ হতে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে নমুনা সংগ্রহের কাজে যোগদান করে। পরিবার পরিজনের নিষেধ উপেক্ষা করে দেশ এবং দশের কল্যানে নিজের ব্যবস্যা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে বিনা বেতনে ঈঙঠওউ-১৯ এর নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু করে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার মানুষের কথা চিন্তা করেই এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কারন সে জানায় আমি একজন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে বর্তমান সময়ে ঘরে বসে থাকতে পারিনি। দুঃখ হচ্ছে এতো তাড়াতাড়ি আমাকে করোনার কাছে মাথা নত করতে হলো। আজ সম্ভবত আমার উপজেলায় নতুন নমুনা সংগ্রহ হয়নি।

এর আগে গত ১২ মে তারিখে তার ১ম রিপোর্ট নেগেটিভ আসে সে পর্যন্ত

সে নিজ বাড়িতেই ছিল। ১৩ তারিখ থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদের নির্দেশনায় তার দেওয়া আবাসন ব্যবস্থা গ্রহন করে, এবং সেখানেই অবস্থান করে যথারীতি নমুনা সংগ্রহের কাজ করতে থাকে। এবং ১৫ মে তারিখে নতুন করে নমুনা দেয়।

১৭ মে তারিখে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। মঙ্গলবার অফিসিয়ালি রিপোর্ট আসার পর ডা. হাদি জিয়াউদ্দিন আহম্মদের পরামর্শে প্রাতিষ্ঠানিক আইসোলশনে আছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎক প্রতিনিয়ত তার খোঁজ খবর রাখছেন। তার এখনো কোনো প্রকার উপসর্গ দেখা দেইনি।

মঙ্গলবার থেকে অনেক শুভাকাক্সক্ষীরা ফোনে খোঁজখবর নিয়েছে, তার করোনা পজেটিভের কথা চিকিৎসক ব্যাতিত কাউকে জানাতে চাইনি। পরে তার পরিবারকে জানিয়েছে। তার বর্তমান অবস্থা নিয়ে বন্ধু বান্ধব সহ সবাই খুব চিন্তিত, বিশেষ করে মুন্সিগঞ্জ এলাকার লোকজন।

তিনি গত ১৩ মের পর থেকে তার নিজ এলাকায় যায়নি। এবং তখন থেকে সে নিজ বাড়িতে আলাদা একা একটি ঘরে থাকত। এবং আলাদা বাথরুম সহ খাওয়া দাওয়া সব আলাদা করত। এমনকি ইফতারিও আলাদা করত।

তিনি সুস্থ্য আছে, স্বাভাবিক আছে। সে তার জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছে, যেন দ্রুত সুস্থ্য হয়ে আবারও সকলের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারে।

বাংলাদেশে আসছে ১৫ সদস্যের চীনা মেডিকেল টিম

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সহায়তা করতে বাংলাদেশে আসছে ১৫ সদস্যের চীনা মেডিকেল টিম।

বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং এক ভিডিও বার্তায় এ তথ্য জানান।

গত মঙ্গলবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন চীনের

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই-কে টেলিফোনে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রো- লিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে প্রযুক্তিবিদের একটি বিশেষজ্ঞ দল পাঠানোর আহ্বান জানান। তিনি একটি মেডিকেল টিম পাঠানোর সম্ভাবনা নিয়েও সেদিন আলোচনা করেছিলেন।

বৃহস্পতিবার চীনা দূতাবাস থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করোনা সংকটে বাংলাদেশকে সহায়তা দেওয়ায় চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

চিঠিতে মহামারি মোকাবিলায় বাংলাদেশকে চীনের পক্ষ থেকে টেস্ট কিট, মাস্ক, পিপিই ও থার্মোমিটার দেওয়ায় শেখ হাসিনা চীনের প্রেসিডেন্টের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী চীনের জ্যাক মা ফাউন্ডেশন ও আলিবাবাকে করোনা মোকাবিলায় চিকিৎসা সামগ্রী দেওয়ায় ধন্যবাদ জানান।

প্রধানমন্ত্রী চিঠিতে করোনাভাইরাস মোকাবিলায় চীনের সাফল্যের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ ও বিশ্বের সামনে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন। বিশ্বে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে চীনা প্রেসিডেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে প্রত্যাশা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

পরিবারে সচেতনতা প্রতিরোধ হবে ক্যানসার

ব্যক্তিগত সচেতনতার বিকল্প নেই ক্যানসার প্রতিরোধে। এর পাশাপাশি পারিবারিকভাবে সচেতন হওয়ার গুরুত্বও অপরিসীম। পারিবারিক সচেতনতা থেকে অনেক ধরনের ক্যানসারই প্রতিরোধ করা সম্ভব।

• হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাস যকৃতের ক্যানসারের অন্যতম কারণ। স্বামী বা স্ত্রীর হেপাটাইটিস বি বা সি পজিটিভ হলে অবশ্যই অপরজনকে পরীক্ষা করাতে হবে। হেপাটাইটিস বি-এর টিকা নেওয়া না থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে পরিবারের সবাই তা নিতে হবে।

• ধূমপান সব সময়ই বর্জনীয়। বিশেষত ঘরোয়া পরিবেশে কিংবা

পারিবারিক বা বন্ধুদের আড্ডায় ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে। পরিবারে ছোট শিশু বা গর্ভবতী নারী থাকলে তো ধূমপান করাই যাবে না। মনে রাখতে হবে, পরোক্ষ ধূমপানে ফুসফুস, স্তন, গলা, কিডনি, পাকস্থলীর ক্যানসার, শিশুর ব্লাড ক্যানসার ও মস্তিষ্কে টিউমারের ঝুঁকি বাড়ে।

• বাল্যবিবাহ জরায়ুমুখ ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই বাল্যবিবাহকে ‘না’ বলুন।

• হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস জরায়ুমুখ ক্যানসারের অন্যতম কারণ। মুখের ও পায়ুপথের ক্যানসারেরও কারণ এটি। অনিরাপদ যৌনসংসর্গ, বহুগামিতা ইত্যাদি কারণে এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটে। তাই পারিবারিক মূল্যবোধের চর্চা জরুরি। মেয়েশিশুদের এইচপিভি টিকা দিন।

বেশি করে রঙিন শাকসবজি, তাজা ফলমূল, আঁশযুক্ত খাবার ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়ক।
ধূমপান সব সময়ই বর্জনীয়।

• নিকটাত্মীয় কারও স্তন, ডিম্বাশয় বা কোলন ক্যানসার হয়ে থাকলে বংশগতভাবে এর ঝুঁকি বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত স্ক্রিনিং করুন।

• পরিবারের প্রবীণ সদস্যটির অনেক ছোট ছোট উপসর্গ উপেক্ষা করা হয়। যেমন পেটব্যথা বা গ্যাস, কোষ্ঠকাঠিন্য বা ডায়রিয়া, দীর্ঘমেয়াদি কাশি, অরুচি, ওজন কমে যাওয়া, শরীরে বা হাড়ে ব্যথা ইত্যাদি। বার্ধক্যজনিত উপসর্গ মনে করা হয় এসব সমস্যাকে। কিন্তু এগুলোও হতে পারে ক্যানসারের লক্ষণ। কাজেই এসব উপসর্গ দেখা গেলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

• নারীরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গের কথা গোপন রাখেন। লজ্জা, অবহেলার কারণে এমনটা করেন তাঁরা। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এসব কারণে নারীদের একেবারে শেষ পর্যায়ে ক্যানসার শনাক্ত হয়। একই কারণে অন্য কোনো রোগের ক্ষেত্রেও সময়ানুযায়ী সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হন তাঁরা। কাজেই পরিবারের নারী সদস্যটি যেন নির্দ্বিধায় তাঁর সব সমস্যার কথা বলতে পারেন, সেই পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

• পরিবারে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন। বেশি করে রঙিন শাকসবজি, তাজা ফলমূল, আঁশযুক্ত খাবার ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়ক।

লেখক: মেডিসিন ও ক্যানসার বিশেষজ্ঞ, মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

সূত্র- প্র্রথম আলো